রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ২২, ২০১৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৮ পৌষ, ১৪২৩/২২ ডিসেম্বর ২০১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ০৮ পৌষ, ১৪২৩ মোতাবেক ২২ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১৬ সনের ৫০ নং আইন

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৭ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১৬ আষাঢ়, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৩০ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **২০১৪ সনের ৭ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।**—পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৭ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৩) এই আইনের অধীন ব্যাংকের সহিত নিবন্ধিত সমিতির ক্ষেত্রে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।"।

মূল্য : টাকা ৪.০০

৩। **২০১৪ সনের ৭ নং আইনে নূতন ধারা ৬ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৬ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৬ক। **সমিতির আইনগত মর্যাদা, ইত্যাদি।**—(১) ধারা ৬ এর অধীন ব্যাংকের নিবন্ধিত শেয়ারহোল্ডার প্রত্যেক সমিতি হইবে স্বতন্ত্র আইনগত সত্তাবিশিষ্ট একটি সংস্থা, এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং সমিতি ইহার নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(২) এই আইনের অধীন নিবন্ধিত সমিতির ব্যবস্থাপনা, নির্বাচন, বার্ষিক সাধারণ সভা, সম্পত্তি ও তহবিল ব্যবস্থাপনা, নিরীক্ষা, পরিদর্শন, তদন্ত, বিরোধ নিষ্পত্তি, অবসায়ন ও বিলুপ্তি, বিশেষ অধিকার, সমিতির সদস্যগণের বিশেষ সুবিধা ও দায়-দায়িত্ব ও উহা বলবৎকরণ, বকেয়া অর্থ আদায়, প্রান্তিক পর্যায়ে সেবা প্রদান এবং অন্যান্য বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।"।

৪। **২০১৪ সনের ৭ নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১) এর ক্রমিক (ঙ) এ উল্লিখিত "এবং পল্লী ও দারিদ্র বিমোচন" শব্দগুলির পরিবর্তে ", পল্লী ও দারিদ্র বিমোচন এবং ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প" শব্দগুলি ও কমাগুলি এবং অতঃপর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "৪(চার)" সংখ্যা, শব্দ ও বন্ধনীর পরিবর্তে "৫(পাঁচ)" সংখ্যা, শব্দ ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **২০১৪ সনের ৭ নং আইনের ধারা ৩৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৯ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) দফা (ক) এর "এর প্রকল্প মেয়াদ অর্থাৎ ৩০ জুন, ২০১৬ তারিখ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে; এবং

(আ) দফা (খ) এর "দফা (ক) এ উল্লিখিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকল্পটি" শব্দগুলি, বর্ণ ও বন্ধনীর পরিবর্তে "সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে উক্ত প্রকল্প" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(খ) উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত উপ-ধারার দফা (খ) এর অধীন সরকার কর্তৃক উক্ত প্রকল্প বিলুপ্ত হওয়ার পূর্ব মেয়াদ পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পের জনবল, সম্পদ ও অন্যান্য বিষয়াদি, প্রকল্প ও ব্যাংকের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতিতে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি অনুযায়ী আদান প্রদান বা স্থানান্তরের মাধ্যমে, ব্যাংকের প্রয়োজনে উহার কর্ম-সম্পাদনে ব্যবহার করা যাইবে।"।

৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আ. ই. ম গোলাম কিবরিয়া
অতিরিক্ত সচিব (আইপিএ)।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd